ইনকিলাব, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

রোহিঙ্গারা এখন নিরাপত্তা হুমকি, তিন দেশের সঙ্গে কার্যকর আলোচনার পরামর্শ

বিআইআইএসএস সেমিনার

স্টাফ রিপোর্টার

মিয়ানমার থেকে বিতারিত বাংলাদেশে সাময়িক আশ্রয় পাওয়া রোহিঙ্গারা মাদক, মানবপাচার, অবৈধ অস্ত্রের কারবারসহ নানান অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে, যা দেশের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য চরম ঝুঁকি তৈরি করেছে। তাই রোহিঙ্গা প্রত্যাবসানে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশকে আলোচনা চালিয়ে যাওয়াসহ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়া, চীন ও ভারতের সঙ্গে কার্যকর আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইস্কাটনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত 'রোহিঙ্গা ক্রাইসিস অ্যান্ড দ্য ইম্যারজিং সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জেস: রেসপন্স স্ট্র্যাটেজি অব বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব পরিস্থিতি তুলে ধরে জাতিসংঘ এবং পশ্চিমা দেশগুলোকে আন্তরিক পদক্ষেপ নিতে আহŸান জানান। এ সময় পশ্চিমা দেশগুলোকে দ্বিমুখী নীতি বদলে মিয়ানমারে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের দাবি, ঝুলে যাচ্ছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসান, জাতিসংঘকে আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ এবং প্রধানমন্ত্রীকে তিন দেশের সঙ্গে কার্যকর আলোচনায় বসার পরামর্শ দেয়া হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের সাবেক চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন। সেমিনারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সাবেক প্রিন্সিপ্যাল অফিসার লে. জে. (অব.) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান 'রিজিওনল সিকিউরিটি ডিমেনশনস অব দ্য রোহিঙ্গা ক্রাইসিস' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস উপস্থাপন করেন 'দ্য রোহিঙ্গাস অ্যান্ড ইম্যারজিং নন-ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জেস' শীর্ষক প্রবন্ধ।

এরপর বিআইআইএসএসের রিসার্চ ফেলো এএসএম তারেক হাসান শিমুল 'মিয়ানমার অ্যান্ড দ্য রোহিঙ্গাস: দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব আর্মস অ্যান্ড বিজনেস' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য ড. দেলোয়ার হোসেন 'রোহিঙ্গা ক্রাইসিস অ্যান্ড সিকিউরিটি কনসার্নস: রেসপন্স স্ট্র্যাটেজি অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বক্তারা বলেন, শুধু নিরাপত্তা ঝুঁকিই নয়, রোহিঙ্গা প্রত্যাবসান প্রক্রিয়া ঝুলে যাওয়ায় বা দীর্ঘ সূত্রিতা সৃষ্টি হওয়ায় এটি জাতীয় সংকটে রূপ নিয়েছে। একইসঙ্গে দেশের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও বৃদ্ধি করেছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সন্তাসবাদের বীজ বপন হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের নিপীড়িন-নির্যাতনের কারণে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার ওপর পশ্চিমা দেশগুলো একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও মিয়ানমারের কাছে ওই দেশগুলোর প্রতিষ্ঠান অস্ত্র বিক্রি করছে। নিষেধাজ্ঞা দিয়েও অস্ত্র বিক্রির দ্বিচারিতামূলক আচরণ থেকে পশ্চিমা দেশগুলোকে সরে এসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসানের বিষয়ে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, রোহিঙ্গা সীমান্ত অপরাধ থেকে শুরু করে মাদক, মানবপাচার, অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপনসহ নানাবিধ অপরাধে পড়ছে, যা দেশের জন্য, দেশের মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তিনি আরো বলেন, সমস্যাটি মিয়ানমারের

অভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক। প্রতিবেশী দেশ হওয়ায় এই ভ,-রাজনীতির শিকার হয়ে বাংলাদেশ ভুক্তভোগী হয়েছে। বাংলাদেশ মানবিকতা দেখিয়েছে মানবতার গ্রাউন্ড (দৃষ্টিকোন) থেকে। কিন্তু মিয়ানমার নিজ দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনাসহ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নিতে নানা তালবাহানা করছে।

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও আলোচনায় রোহিঙ্গা সংকটের নানাবিধ দিক তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞরা। তারা এই সংকটের উত্থান, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গার প্রবেশ-প্রবাহ, বর্তমান অবস্থা, বাংলাদেশ গৃহীত পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে আর কী করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা সংকট প্রতিবেশী দেশগুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়েও সেমিনারে আলোচনা হয়।

বক্তারা বলেন, নিরাপত্তা ঝুঁকির পাশাপাশি অন্য ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কর্মীরা অবস্থান করায় বাসা ভাড়া বেড়েছে ১২০ শতাংশ। এছাড়া ২০২২ সালে ৩৫০০ রোহিঙ্গা সাগর পথে ঝুঁকি নিয়ে মালয়েশিয়ায় পাড়ি দিয়েছে অবৈধভাবে। রোহিঙ্গাদের শিশুদের পাচার করা হচ্ছে বিভিন্ন দেশে।

সেমিনারে মুক্ত আলোচনায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, ৬ বছর তো পার হতে চললো। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবসানে কোনো উদ্যোগই কাজে আসছে না। এ অবস্থায় বাংলাদেশকে ক,টনৈতিক চ্যানেলে কার্যকর শক্তিশালী উদ্যোগ নিতে হবে। কেননা, রোহিঙ্গারা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে নানামুখী নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক ও চাকরির ক্ষেত্রেও রোহিঙ্গারা ঝুঁকি তৈরি করছে বাংলাদেশের মানুষের জন্য।

সমাপনী পর্বে সেমিনারের সভাপতি রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ বলেন, নিরাপত্তার প্রশ্নে অবশ্যই নিজ দেশের-অর্থাৎ বাংলাদেশের ও এখানকার মানুষের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের নিরাপত্তার সব দিক বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত ও উপযুক্ত পদক্ষেপ বা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে জাতিসংঘ ও পশ্চিমা দেশগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

কালের কন্ঠ, ২৪ জানুয়ারি ২০২৩

রোহিঙ্গা নিয়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে চাই : আইনমন্ত্রী

অনলাইন ডেস্ক

রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আদালতে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে চায় বাংলাদেশ। এই ইস্যুতে বাংলাদেশ কোনোভাবেই দায়মুক্তি দিতে চায় না বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। বৃহস্পতিবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।

‘রোহিঙ্গা সংকট ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ : বাংলাদেশের কৌশল’ শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করে বিআইআইএসএস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা চলছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আদালতে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে চায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ কোনোভাবেই দায়মুক্তি দিতে চায় না।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা মানবিক বিবেচনায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছেন। রোহিঙ্গা ইস্যুর শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় বাংলাদেশ। একই সঙ্গে প্রত্যাবাসনও চায়। তবে সে প্রত্যাবাসন এখনো সম্ভব হয়নি।

মন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা মিয়ানমার ও তাদের জনগণের সমস্যা। তবে এখন এটি আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করছে। এই অঞ্চলে মাদক পাচার ও উগ্রবাদের ঝুঁকিও বাড়ছে। মাদক, বিশেষ করে ইয়াবা পাচারও বাড়ছে। তবে যেভাবেই হোক আমরা রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় নিজস্ব ভূমিতে ফেরাতে চাই।

সেমিনারে আরো বক্তব্য দেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন। এতে সভাপতিত্ব করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ।

https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/02/23/1254847

এসএ. টিভি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

মিয়ানমারের সদিচ্ছা ছাড়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সম্ভব নয় : আইনমন্ত্রী

মিয়ানমারের সদিচ্ছা ছাড়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক। তিনি বলেন, গণহত্যার বিরুদ্ধে দিন দিন প্রতিবাদ জোরালো হচ্ছে। মিয়ানমারের ৪০ ভাগ নৃ-তাত্বিক গোষ্ঠি শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে কূটনৈতিক প্রচেস্টার বিকল্প নেই বলেও মত দেন বিশ্লেষকরা।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরনার্থী শিবির এখন কক্সবাজার। তেত্রিশটি ক্যাম্পে আশ্রয়ে সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গা। তারপর প্রতিবছর জন্ম নিচ্ছে ৩২ হাজার শিশু।

পরিবেশ-প্রতিবেশ, জলবায়ুসহ বিভিন্ন প্রভাবের পর নতুন করে মাদক অস্ত্র ব্যবসা ও অবৈধ অভিবাসনে সংকট বাড়াচ্ছে রোহিঙ্গারা।

এমন বাস্তবতায় বিআইআইএসএস মিলনায়তনে ‘রোহিঙ্গা সংকট ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশের কৌশল’-শীর্ষক এ সেমিনারে আলোচকরা বলেন, রোহিঙ্গারা ফিরে না গেলে নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়বে।

তারা জানান , সংকট সমাধানের পরিবর্তে রাখাইনে বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করেছে বিশ্ব মোড়লদের ৪০ টি প্রতিষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ আর ইন্দো প্যাসিফিক কৌশলে থাকা না থাকা নিয়ে সবার মত-ই বাংলাদেশকে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে টেকসই সমধানে জাতিসংঘ সহ বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পরামর্শ বিশ্লেষকদের।

https://www.satv.tv/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE/

ঢাকা টাইমস, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিআইআইএসএস সেমিনার

রোহিঙ্গারা এখন নিরাপত্তা হুমকি, তিন দেশের সঙ্গে কার্যকর আলোচনার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকাটাইমস

বাংলাদেশে সাময়িক আশ্রয় পাওয়া রোহিঙ্গারা মাদক, মানবপাচার, অবৈধ অস্ত্রের কারবারসহ নানান অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে, যা দেশের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য চরম ঝুঁকি তৈরি করেছে। তাই রোহিঙ্গা প্রত্যাবসানে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশকে আলোচনা চালিয়ে যাওয়াসহ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়া, চীন ও ভারতের সঙ্গে কার্যকর আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইস্কাটনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত 'রোহিঙ্গা ক্রাইসিস অ্যান্ড দ্য ইম্যারজিং সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জেস: রেসপন্স স্ট্র্যাটেজি অব বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব পরিস্থিতি তুলে ধরে জাতিসংঘ এবং পশ্চিমা দেশগুলোকে আন্তরিক পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানান। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

- পশ্চিমা দেশগুলোকে দ্বিমুখী নীতি বদলে মিয়ানমারে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের দাবি
- ঝুলে যাচ্ছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসান, জাতিসংঘকে আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ
- প্রধানমন্ত্রীকে তিন দেশের সঙ্গে কার্যকর আলোচনায় বসার পরামর্শ

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের সাবেক চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন। সেমিনারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সাবেক প্রিন্সিপ্যাল অফিসার লে. জে. (অব.) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান 'রিজিওনল সিকিউরিটি ডিমেনশনস অব দ্য রোহিঙ্গা ক্রাইসিস' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস উপস্থাপন করেন 'দ্য রোহিঙ্গাস অ্যান্ড ইম্যারজিং নন-ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জেস' শীর্ষক প্রবন্ধ।

এরপর বিআইআইএসএসের রিসার্চ ফেলো এএসএম তারেক হাসান শিমুল 'মিয়ানমার অ্যান্ড দ্য রোহিঙ্গাস: দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব আর্মস অ্যান্ড বিজনেস' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য ড. দেলোয়ার হোসেন 'রোহিঙ্গা ক্রাইসিস অ্যান্ড সিকিউরিটি কনসার্নস: রেসপন্স স্ট্র্যাটেজি অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বক্তারা বলেন, শুধু নিরাপত্তা ঝুঁকিই নয়, রোহিঙ্গা প্রত্যাবসান প্রক্রিয়া ঝুলে যাওয়ায় বা দীর্ঘ সূত্রিতা সৃষ্টি হওয়ায় এটি জাতীয় সংকটে রূপ নিয়েছে। একইসঙ্গে দেশের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও বৃদ্ধি করেছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সন্তাসবাদের বীজ বপন হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের নিপীড়িন-নির্যাতনের কারণে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার ওপর পশ্চিমা দেশগুলো একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও মিয়ানমারের কাছে ওই দেশগুলোর প্রতিষ্ঠান অস্ত্র বিক্রি করছে। নিষেধাজ্ঞা দিয়েও অস্ত্র বিক্রির দ্বিচারিতামূলক আচরণ থেকে পশ্চিমা দেশগুলোকে সরে এসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসানের বিষয়ে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার মানবিক কারণ ও বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা প্রত্যাবসানে বিশ্বে যেসব তৎপরতা চালাচ্ছে তা তুলে ধরেন। মন্ত্রী বলেন, 'রোহিঙ্গা সীমান্ত অপরাধ থেকে শুরু করে মাদক, মানবপাচার, অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপনসহ নানাবিধ অপরাধে পড়ছে, যা দেশের জন্য, দেশের মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকি।'

আইনমন্ত্রী বলেন, সমস্যাটি মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক। প্রতিবেশী দেশ হওয়ায় এই ভূ-রাজনীতির শিকার হয়ে বাংলাদেশ ভুক্তভোগী হয়েছে। বাংলাদেশ মানবিকতা দেখিয়েছে মানবতার গ্রাউন্ড (দৃষ্টিকোন) থেকে। কিন্তু মিয়ানমার নিজ দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনাসহ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নিতে নানা তালবাহানা করছে।

মন্ত্রী বলেন, আমরা রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে নিয়মিত টহল অব্যাহত রেখেছি। এছাড়া ক্যাম্পের অপরাধ দমনেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গা শিশুদের পড়াশোনার জন্য ৬ হাজার লার্নিং সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবসানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেও এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা

করেছেন। এখনও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে শান্তি ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এখনও তুলে ধরছেন। যা যা করনীয় সব প্রচেষ্টাই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চালানো হচ্ছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবসানে বিদেশীরা বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছেন।

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও আলোচনায় রোহিঙ্গা সংকটের নানাবিধ দিক তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞরা। তারা এই সংকটের উত্থান, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গার প্রবেশ-প্রবাহ, বর্তমান অবস্থা, বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে আর কী করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা সংকট প্রতিবেশী দেশগুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়েও সেমিনারে আলোচনা হয়।

বক্তারা বলেন, নিরাপত্তা ঝুঁকির পাশাপাশি অন্য ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কর্মীরা অবস্থান করায় বাসা ভাড়া বেড়েছে ১২০ শতাংশ। এছাড়া ২০২২ সালে ৩৫০০ রোহিঙ্গা সাগর পথে ঝুঁকি নিয়ে মালয়েশিয়ায় পাড়ি দিয়েছে অবৈধভাবে। রোহিঙ্গাদের শিশুদের পাচার করা হচ্ছে বিভিন্ন দেশে।

সেমিনারে মুক্ত আলোচনায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, ৬ বছর তো পার হতে চললো। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবসানে কোনো উদ্যোগই কাজে আসছে না। এ অবস্থায় বাংলাদেশকে কূটনৈতিক চ্যানেলে কার্যকর শক্তিশালী উদ্যোগ নিতে হবে। কেননা, রোহিঙ্গারা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে নানামুখী নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক ও চাকরির ক্ষেত্রেও রোহিঙ্গারা ঝুঁকি তৈরি করছে বাংলাদেশের মানুষের জন্য।

সমাপনী পর্বে সেমিনারের সভাপতি রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ বলেন, নিরাপত্তার প্রশ্নে অবশ্যই নিজ দেশের-অর্থাৎ বাংলাদেশের ও এখানকার মানুষের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের নিরাপত্তার সব দিক বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত ও উপযুক্ত পদক্ষেপ বা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে জাতিসংঘ ও পশ্চিমা দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

https://www.dhakatimes24.com/2023/02/23/299909